মিটাল স্টেনোসিস বলতে কী বোঝায়?

মূত্রনালীর খোলা অংশে (মিটাস) অস্বাভাবিক সংকীর্ণতা থাকলে সেই অবস্থাকে মেটাল স্টেনোসিস বলা হয়। যদি ওই খোলা অংশটি খুব সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে মূত্রাশয় থেকে প্রস্রাব বের হতে সমস্যা হবে এবং প্রস্রাবের পরে মূত্রাশয় সম্পূর্ণরূপে খালি নাও হতে পারে। সময় মতো চিকিৎসা না করা হলে এর ফলে মূত্রনালীর সংক্রমণ এবং কিডনিতে নানা প্রকার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মিটাল স্টেনোসিস হল লিঙ্গের অগ্রভাগের চর্ম-ছেদনের ফলে ঘটিত একটি সাধারণ জটিলতা, যা দীর্ঘস্থায়ী রূপে মূত্রনালীর খোলা অংশে রয়ে যাওয়া প্রস্রাবের বিরক্তিকর প্রভাবের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং সদা উন্মুক্ত থাকার ফলে মূত্রনালীর খোলা অংশটি ক্রমাগত ডায়াপার বা পোশাকে ঘষে যাওয়ার ফলে এই ধরনের অবস্থার উৎপত্তি ঘটে।

মিটাল স্টেনোসিস রোগের চিহ্ন ও লক্ষণগুলি কী কী?

শিশুদের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে:

- প্রস্রাব করতে সমস্যা হওয়া
- প্রায় সময়েই প্রস্রাব করার প্রবণতা
- দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রস্রাব করা
- প্রস্রাবের ক্ষীণ ধারা
- প্রস্রাবের প্রবাহ শুরু করতে এবং তা অবিরত রাখতে অসুবিধা বোধ করা
- প্রস্রাব-খানায় গিয়ে সঠিক স্থানে প্রস্রাবের ধারা নির্গমনের সময়ে সমস্যা
- একক প্রবাহ-ধারার পরিবর্তে ফোয়ারার মতো চারদিকে প্রস্রাব ছিটে যায়
- প্রস্রাব করার সময় পিঠের পেশিতে টান লাগা বা পিঠ বেঁকে যেতে থাকে

কোনো-কোনো শিশুর প্রস্রাবে খুব ছোটো রক্ত-কণা দেখা দিতে বা প্রস্রাবের সময় ব্যথা লাগতে পারে।

কীভাবে মিটাল স্টেনোসিস রোগের চিকিৎসা করা হয়?

এই অবস্থার চিকিৎসা অস্ত্রোপচার করে করা হয়, যাকে মিটোপ্লাস্টি বলা হয়। মূত্রনালীর খোলা অংশের নীচে একটি ছেদন (কাট) করা হয় যাতে এটি একেবারে খোলা যায় বা আরও প্রশস্ত করা যায়। অস্ত্রোপচারের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে অ্যানেস্থেসিয়া প্রক্রিয়ার অধীনে সম্পূর্ণ শরীর অবশ করে এইটি করা হয়, তবে অফিসে স্থানীয় অ্যানেস্থেসিয়া ব্যবহার করেও করা যেতে পারে।

যদি অস্ত্রোপচারের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে এটি করা হয়, তাহলে মূত্রনালীতে একটি ছেদন করা হয় এবং মূত্রনালীতে আপনা-আপনি ডিজল্‌ভ হবার মতো সুতো দিয়ে সেটি সেলাই করে দেওয়া হয়। যদি অফিসে করা হয়, তাহলে মূত্রনালীতে একটি ছোটো ছেদন করা হয়, কিন্তু কোনও সেলাই করা হয় না।

যদি মূত্রনালীর সরু হয়ে যাওয়া খোলা অংশটি ঠিক মতো প্রশস্ত না করা হয়, তাহলে প্রস্রাব করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে এবং মূত্রনালীর সংক্রমণ হতে এবং কিডনি ফুলে যেতে পারে।

অস্ত্রোপচারের পর কী হয়?

মিটোপ্লাস্টি হওয়ার পর, রোগীর জেগে থাকাকালীন সময়ে প্রতি 2 ঘন্টা অন্তর সেলাইতে (যদি থাকে) ট্রিপল অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগান। আপনার মূত্রনালীর সরু হয়ে যাওয়া খোলা অংশটি অস্ত্রোপচার করে ঠিক মতো প্রশস্ত করে দেওয়ার পর এটির বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা করার প্রয়োজন হতে পারে, দিনে কয়েকবার খোলা জায়গায় যথাযথ পরিমাণে মলম লাগানোর দরকার হতে পারে।

অস্ত্রোপচার করার পরে সেই স্থানে প্রথম 24 ঘণ্টা অবধি আপনার সন্তানের প্রস্রাবের সময়ে চুলকানি বা জ্বালা অনুভূত হতে পারে। এই ধরনের অস্ত্রোপচার করার পরে, সাধারণত তারা পরের দিন পড়াশোনা করতে স্কুলে যেতে পারে যদি চিকিৎসাজনিত অস্ত্রোপচার তাদের জন্য খুব অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি না করে।

আপনার সন্তানকে সারা দিন ধরে কয়েক ঘন্টা অন্তর জল পান করতে উৎসাহিত করুন যাতে প্রস্রাবের দ্বারে জ্বালাপোড়া কম হয়। প্রস্রাব যত কম ঘনত্বের হবে, প্রস্রাবের সময়ে জ্বালাপোড়া বোধ তত কম অনুভূত হবে। যে কোনও সাইট্রাস জুস এবং সোডা পপ পান করতে দেবেন না।

যদি আপনার সন্তান প্রস্রাব করতে না পারে অথবা অস্ত্রোপচারের পরে প্রস্রাবের ধারা ক্ষীণ বা ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

Last Updated: 09/2025 per Katie Potts, RN